ভোরের কাগজ

১৩৫

তারিখ ... MAR. 06 2000
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

নকল প্রতিরোধে ব্যর্থতায় হতাশা সামাজিক আন্দোলন গড়ার তাগিদ

সংসদীয় কমিটির সভায় বোর্ড কর্তৃপক্ষের অসহায়ত্ব প্রকাশ

শাখাওয়াত লিটন : চলতি এসএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সকল প্রশাসনিক উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বোর্ড কর্তৃপক্ষ অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে করণীয় কি তা নির্ধারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিপাকে পড়েছে। গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার জন্য নকল প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত কয়েকদিন এসএসসি পরীক্ষার যে চিত্র দেখা গেছে তাতে কমিটির সকল সদস্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, এটা এখন আর আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। নকল প্রতিরোধে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা যাবে না।

বৈঠকে নকল প্রতিরোধে কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দীর্ঘ ৬ মাস আগে গঠিত এ সংক্রান্ত সংসদীয় সাবকমিটিকে অবিলম্বে রিপোর্ট জমা দেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে নকল প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হবে।

সূত্র জানায়, বৈঠকে কমিটির সদস্যরা বলেন, গত কয়েকদিনের পত্রপত্রিকায় এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। স্থানীয় প্রভাবশালী মহল ও অভিভাবকরা পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহ করছে। তাই এটা প্রতিরোধ করা কোনো একক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী তার বক্তব্যে নকল প্রতিরোধে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে কমিটির চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম নাহিদ বৈঠকে বলেন, জাতিকে এ ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার জন্য শিক্ষক-অভিভাবকসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নকল প্রতিরোধে সবার মধ্যে নৈতিকতা জাগ্রত করতে হবে। সূত্র জানায়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বর্তমান পরিস্থিতিতে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। বিএনপির সাংসদ মশিউর রহমান নকল প্রতিরোধে যথোপযুক্ত শিক্ষানীতি সংকটের উল্লেখ করেন।

এ ছাড়া গতকালের বৈঠকে নির্ধারিত আলোচ্যসূচিতে দেশের সরকারি ও বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ বিষয়ে সার্বিক আলোচনা করা হয়। কমিটির সদস্যরা সরকারি ও বেসরকারি ডিগ্রি কলেজের কার্যক্রমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা কলেজগুলোর শিক্ষার মান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে তাগিদ দেন।

পাশাপাশি কমিটি কয়েক দফা সুপারিশ করে। এর মধ্যে রয়েছে, ডিগ্রি কলেজগুলো অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শর্তগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করা, পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপনে শর্তপূরণ বাধ্যতামূলক, সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকদের শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগদান প্রভৃতি।

বৈঠকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তৈরি করা এ রিপোর্টের ওপর পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা হবে।

কমিটির সভাপতি ও আওয়ামী লীগের সাংসদ নূরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে গতকাল জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এস কে সাদেক, আওয়ামী লীগ সাংসদ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ, অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস, কাজী সিরাজুল ইসলাম, বিএনপির আলমগীর কবির, মশিউর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ টি এম জহুরুল হক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম এবং বরিশাল ও সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দ প্রমুখ।

এদিকে, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ, শিক্ষকদের ১০০ ভাগ বেতন ও পদোন্নতি প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নূরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে গতকাল রোববার সাক্ষাৎ করেছেন।